দৈনিক ইত্তেফাক

JAN. 05 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ক্ষমতা ও আধিপত্যের পালাবদলে চট্টগ্রামে ২ শতাধিক ছাত্রের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ জাতীয় নির্বাচন ও ক্ষমতার পালাবদলের পর বিশ্ববিদ্যালয়সহ চট্টগ্রামের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই শতাধিক ছাত্রের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এরা সবাই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী। এর মধ্যে শতাধিক ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের।

গত অক্টোবরে জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের পর চট্টগ্রামে ভার্সিটিসহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাল্টা দখলের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ছাত্রদল ও শিবির যৌথভাবে দখল করে নেয়। চট্টগ্রাম কলেজ, মুহসীন কলেজ ও পাহাড়তলী কলেজও শিবির-ছাত্রদল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেয়। গত ৫ বছরে বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগ ও প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে একের পর এক মামলা ও পাল্টা মামলা হয়েছে। মামলায় শত শত নেতা-কর্মীকে আসামী করা হয়েছে। শুধু হাটহাজারী থানার ৮টি মামলায় ভার্সিটি ছাত্রলীগের প্রায় দেড়শত নেতা-কর্মীকে আসামী করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে ভার্সিটি, মেডিক্যাল কলেজ ও পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের অনেক ছাত্রলীগ ক্যাডার তাদের বেপরোয়া কার্যকলাপে প্রতিপক্ষের টার্গেটে পরিণত হয়।

ক্ষমতার পালাবদলের পর শিবির ও ছাত্রদল সবকিছু দখল করার পর ছাত্রলীগের ঐসব চিহ্নিত নেতা-কর্মী ও ক্যাডারদের 'ব্ল্যাক লিষ্ট' করে। ছাত্রলীগের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত নেতা-কর্মী-ক্যাডাররা গা-ঢাকা দেয়। গা-ঢাকা দিতে গিয়েই তাদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। ভার্সিটিসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শিবির ছাত্রদলের অলিখিত 'ব্ল্যাক লিস্টেড' ছাত্ররা এসব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। ফলে ২ শতাধিক ছাত্রের শিক্ষাজীবন চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।